যুগান্তর

তারিখ ... 30 MAR 2008 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬ ...

ঢাবি কলাভবনে গ্রেডিং-জটিলতা

● চৌধুরী মোস্তফা কামাল

'একটা ফলোন্নয়ন পরীক্ষার ফি ৫০০০ টাকা, ভাবতে পারেন কতটা অমানবিক!' পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৩ সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল দেয়ার নিয়ম থাকলেও এক বছর হয়ে গেল মিডটার্ম কিংবা সেমিস্টারের ফলাফল দেয়া হয়নি। গ্রেডিং পদ্ধতি না বলে একে পদে পদে টাকা নেয়ার পদ্ধতি বললে ভালো হতো। শিক্ষাকে বাণিজ্যকরণ করার মূল পাঁয়তারা চলছে। ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হওয়া কলাভবনের গ্রেডিং পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে সেমিস্টার পদ্ধতিতে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা উপরোক্ত মন্তব্যগুলো করেন।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করা হয় সেমিস্টার এবং গ্রেডিং পদ্ধতির। নতুনভাবে চালু হওয়া এ পদ্ধতির কোনটিই অনুসরণ করা হচ্ছে না। সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি, কর্তৃপক্ষ তার ইচ্ছানুযায়ী সব কিছু করছে, সেখানে শিক্ষার্থীদের কথা ভাবা হচ্ছে না। কলাভবনে ভর্তি হওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার ও গ্রেডিং পদ্ধতির যে নির্দেশিকা দেয়া হয় তাতে উল্লেখ করা আছে, প্রতিটি শিক্ষাবর্ষ ২টি সেমিস্টারে বিভক্ত থাকবে এবং ১টি সেমিস্টারের ব্যাপ্তি হবে ২৬ সপ্তাহ। ২৬ সপ্তাহের মধ্যে ১৫ সপ্তাহ হবে ক্লাস; ২ সপ্তাহ বিরতি; ৩ সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষা নেয়া এবং ৩ সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল ঘোষণার পর আরও ৩ সপ্তাহ ছুটি থাকার পর শুরু করতে হবে নতুন আরেকটি সেমিস্টার। হিসাব করে দেখা গেছে, একটা সেমিস্টার শেষ করতে সময় লাগবে চার মাস ২ সপ্তাহ। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে কলাভবনে ১ সেমিস্টার শেষ করতে সময় লাগছে ১০ মাস। কিন্তু এখন পর্যন্ত মিডটার্ম কিংবা সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল দেয়া হয়নি। নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র সুমন বলেন, 'কোর্স পদ্ধতির চেয়ে সেমিস্টার পদ্ধতিতে সেশনজটের সমস্যাটা আরও জটিল হয়েছে।' কোর্স পদ্ধতিতে বছর শেষে একবার পরীক্ষা নেয়া হতো, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফিও দিতে হতো একবার। সেমিস্টার পদ্ধতিতে এখন শিক্ষার্থীদের একই শিক্ষাবর্ষে দুটি সেমিস্টারের জন্য পরীক্ষার ফিসহ ভর্তিও হতে হচ্ছে দু'বার করে। যা অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে এই ব্যয়বহুল খরচ বহন করা সম্ভব হবে না বলে জানালেন বেশ ক'জন শিক্ষার্থী। ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সবুজ (ছদ্মনাম) বলেন, 'বছরে দু'বার ভর্তি হওয়া, দু'বার পরীক্ষার ফি দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এভাবে টাকা দিতে গেলে অনার্স না করেই বাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

গত বছর 'মার্চ-এপ্রিল ২০০৭'-এ কলাভবনে সেমিস্টার পদ্ধতিতে সব বিভাগেরই ক্লাস শুরু হয় এবং সারাদেশে ছাত্র-বিক্ষোভের আগে ও পরে সব বিভাগেরই মিডটার্ম ও সেমিস্টার পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত মিডটার্ম ও সেমিস্টার পরীক্ষাগুলোর ফলাফল দেয়া হয়নি। কোন পরীক্ষার ফলাফল না পাওয়ায় হতাশ দেখা গেল আরও ক'জন শিক্ষার্থীকে। ছাত্র রাহুল বললেন, 'প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল হতে না হতেই আবার ২য় সেমিস্টারের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ২য় সেমিস্টারের পরীক্ষাও শুরু হয়ে গেছে। ফলাফল না জানতে পারলে লেখাপড়া করব কিভাবে।' সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফি এবং ফলোন্নয়ন ফি নিয়েও আছে চরম জটিলতা। কোর্স পদ্ধতিতে যেখানে পরীক্ষার ফি ছিল কোর্সপ্রতি ১৫০ টাকা সেখানে সেমিস্টার পদ্ধতিতে করা হয়েছে কোর্স প্রতি ২৫০ টাকা। পরে প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সেটা কমিয়ে কোর্সপ্রতি ১০০ টাকা করা হয়। কোর্স ফি কমানো হলেও ফলোন্নয়ন পরীক্ষার ফি কমানো হয়নি। আগে কোর্স পদ্ধতিতে ফলোন্নয়ন ফি ছিল ১৫০ টাকা, সেমিস্টার পদ্ধতিতে ফলোন্নয়ন ফি ধার্য করা হয়েছে ৫০০০ টাকা। ফলোন্নয়ন ফিসের কথা শুনে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী শান্তা বললেন, 'আমাদের ডিপার্টমেন্টে ফলোন্নয়ন থাকাটাই স্বাভাবিক কিন্তু এত টাকা কিভাবে দেব!' পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একই বিভাগের ছাত্রী সাবরিনা বললেন, 'একজন শিক্ষার্থী তো শারীরিক অসুস্থও থাকতে পারে!' সেমিস্টার পদ্ধতির গ্রেডিং নিয়েও চিন্তিত বেশ ক'জন শিক্ষার্থী। বাংলা বিভাগের শরীফ বললেন, 'কোর্স পদ্ধতিতে ৪৫ থেকে ৫৫ নম্বর পেলে ২য় ক্লাস বলে ধরা হতো, অথচ ওই একই নম্বর সেমিস্টারে পেলে তার গ্রেডিং হবে 'সি' এবং 'সি+' পয়েন্ট ২.২৫-২.৫০ যা খুবই নগণ্য।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করা হয় সেমিস্টার এবং গ্রেডিং পদ্ধতির। নতুনভাবে চালু হওয়া এ পদ্ধতির কোনটিই অনুসরণ করা হচ্ছে না। সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি, কর্তৃপক্ষ তার ইচ্ছানুযায়ী সব কিছু করছে, সেখানে শিক্ষার্থীদের কথা ভাবা হচ্ছে না

কোর্স পদ্ধতিতে চার বছরের সম্পূর্ণ অনার্স কোর্সের জন্য একটা আউটলাইন দেয়া হতো, কিন্তু সেমিস্টারের জন্য কলাভবনের শিক্ষার্থীরা পেয়েছে শুধু এক বছরের আউটলাইন যা তাদের ২টা সেমিস্টারে কাজে লাগবে। মুহসিন হলের ছাত্র শফিক বললেন, 'সেমিস্টার পদ্ধতি নিয়ে মনে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন মাথাব্যথা নেই।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদে অনেক আগে থেকেই গ্রেডিং পদ্ধতি চালু আছে, প্রয়োজনে কলাভবনের এসব জটিলতা দূর করার জন্য তাদের সাহায্য নিলে ভালো হতো বলে মন্তব্য করেন সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র আসাদ। অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতির কথা বলা হলেও শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয় ঢাকার বাইরের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও সেমিস্টার এবং গ্রেডিং কোনটাই অনুসরণ করা হচ্ছে না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ এবং আইন বিভাগ চলছে গ্রেডিং ছাড়া তাদের নিজস্ব গতিতে; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার না থাকলেও ফলাফল দেয়া হয় গ্রেডিংয়ে। কুষ্টিয়া ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত চালুই করা হয়নি এই অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি। প্রথম বর্ষের ছাত্র রাহাত বললেন, 'কেউ মানবে কেউ মানবে না তাহলে অভিন্ন হল কিভাবে?'

গ্রেডিং ও সেমিস্টার পদ্ধতির সমস্যা সমাধানের নিরসনকল্পে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন বললেন, 'বিগত প্রায় ৫-৬ মাস অনুপস্থিত ছিলাম, কোন কাজ করতে পারিনি আর সেজন্যই ফলাফল দিতে বিলম্ব হচ্ছে; ফলোন্নয়ন পরীক্ষার ফিসের হার অবশ্যই কমানো হবে; কোর্স আউটলাইনগুলো নিজ নিজ বিভাগ সরবরাহ করবে এবং অন্যান্য অনুষদে দুই সেমিস্টারে দু'বার ভর্তি হতে হলেও কলা অনুষদে একবারই ভর্তি হওয়ার সুযোগ রেখেছি। আরও অন্য যে সমস্যাগুলো আছে তারও একটা সুষ্ঠু সমাধান খুব শিগগিরই দেয়া হবে।'